যায়যায়দিন

তারিখ 9 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১ ২

২০১৩ থেকে মাধ্যমিকে আসছে নতুন শিক্ষাক্রম

এম মামুন হোসেন

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষাক্রমে লেখাপড়া করবে। পাবে নতুন পাঠ্যপুস্তকও। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ী, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও কারিগরির শিক্ষার্থীরা ২০১৩ শিক্ষাবছর থেকে নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় পড়বে। মাদ্রাসা শিক্ষার (ইবতেদায়ী ও দাখিল স্তর) বইগুলোও ঢেলে সাজাতে দেশের বিজ্ঞ আলেম-ওলামাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এছাড়া আগামী বছর থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বইও বিনামূল্যে দেয়া হবে শিক্ষার্থীদের। পাঠ্যবই মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এক পরিকল্পনা সভায় এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা গেছে, চলতি বছর ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের 'বাংলা' এবং 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বই পেয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে যুক্ত হয়েছে নতুন বিষয় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'। এর আগে ১৯৭৬ সালে এবং ১৯৯৬ সালে দু'বার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছিল। এবার দেড় যুগ পর আবারো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, প্রতিটি বিষয়ে নতুন শিক্ষাক্রম ছাড়াও ২০১৩ সালে 'পরিবেশ পরিচিতি' ও 'কর্মমুখী শিক্ষা' নামে আরো দুটি নতুন বিষয় চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রমও পরিমার্জন করা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ও দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের আলোকে পরিমার্জিত এ কারিকুলাম অনুসারে এ বছরই পাঠ্যবই রচনা করে ছাপানোর কাজ শেষ করা হবে। বর্তমান শিক্ষাক্রম হলো বিষয়বস্তুভিত্তিক আর পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম হবে শিখন দক্ষতা ভিত্তিক। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক তৎপরতা, কর্মমুখী ও সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ থাকবে নতুন কারিকুলামে। শিক্ষার নির্দিষ্ট স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা শিক্ষাক্রম : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষাক্রম : মাধ্যমিকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অর্জনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাৎসরিক ছুটির দিন কমিয়ে শিক্ষাঘণ্টা বাড়ানো, জাতীয় দিবসগুলোর ছুটির দিনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযোগী অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করার পরামর্শও রয়েছে এ শিক্ষাক্রমে। বইয়ের বোঝা কমানো এবং পাঠদানকে আনন্দদায়ক করা হয়েছে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটির একজন সদস্য জানিয়েছেন।

চলতি বছরের মতো আগামী বছরও সব শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। এবছর মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন এবং এসএসসি ভোকেশনালের ৮৪ লাখ ২৩ হাজার ৪২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ছাপানো হয়েছে ১৭২টি বিষয়ের আট কোটি ৫২ লাখ ৮০ হাজার ৮৩৬টি বই। ইবতেদায়ী ২৫ লাখ ৫৩ হাজার ২৫৯ শিক্ষার্থীর জন্য ৩৪টি বিষয়ের এক কোটি ৫৮ লাখ ১৩ হাজার ৭৬৪টি বই, এবং দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালের ১৯ লাখ ৪২ হাজার ৬৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৫৪টি বিষয়ের এক কোটি ৬৬ লাখ ৭৭ হাজার ১৩২টি বই ছাপানো হয়েছে। এছাড়া কারিগরি স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষায়িত ছয় লাখ ১৫ হাজার বই কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে মুদ্রণ করে।

অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের এক কোটি ৮১ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৩ শিক্ষার্থীর জন্য ৫৬টি বিষয়ের ১০ কোটি ৩৫ লাখ ৯৪ হাজার ৬৫১টি বই ছাপানো হয়েছে।

পাঠ্যক্রম পরিমার্জন প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষামন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন প্রজন্মকে যুগোপযোগী জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করার ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান, আগামী বছরও শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হবে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলেও ১৯৯৬ সালের পরে শিক্ষাক্রমে বড় কোনো পরিমার্জন করা হয়নি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে। তাই পুরনো শিক্ষাক্রম দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হচ্ছে না।